

মোল নভেম্বরের সভায় বেশ জনকয়েক সমাবেশ হয়েছেন; স্থানীয় এমপি আর কাউন্সিলারও বাদ পরেননি; শাদা কয়েকজন বাদ দিলে সবাই বাঙালি মুসলমান, সিলেটি। পূর্ব-লণ্ডন মসজিদের ইমাম মাওলানা আবু সাঈদ আল জায়েদীও উপস্থিত। বক্তৃতায় দাঁড়ালেন তিনি, সিলেটি কথ্য ভাষায় উদাত্ত আহ্বান জানালে আল্লাহর ঘর- মসজিদ তৈরির কাজে মুক্ত হাতে দান করার জন্য; কারণ, শুধু দুয়ায় পুয়া<sup>১</sup> হয় না। অকাট্য যুক্তি! এক সুযোগে তিনি জানিয়ে দিলেন, তার বিরুদ্ধে তহবিলতরুপের যে-অভিযোগ আনা হয়েছে তা সৌদিবিরোধী চক্রের মিথ্যা ষড়যন্ত্র; ঘোষণা করলেন দৃঢ় কণ্ঠে, শুদ্ধ বাংলায়, আমি অবশ্য ঘাবড়িয়ে যাওয়ার পাত্র নই, সমুদ্রের পানিতে প্রজ্বলিত অগ্নি। তারপর একের পর এক এসে উপস্থিত হলেন বক্তৃতার মধ্যে- ব্রিকলেন<sup>২</sup> মসজিদের ইমাম, ইউস্টন<sup>৩</sup> মসজিদের ইমাম ও ভ্রাম্যমান অলীকুল মান্য ‘হযরত’ মাওলানা মনিরুজ্জামান গরহপুরী। দীর্ঘ বক্তৃতা রাখলেন তারা শ্রোতাবৃন্দের মাঝে; এমনকি শ্রোতার মনে জল্পাদের চেয়েও কঠিনকঠোর বিভীষিকাময় আল্লাহর সরূপ চিত্রিত করতে কসুর করেননি; বিশেষত শেষোক্ত বক্তা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে মানবচরিত্রসত্য উদঘাটনে দক্ষতা অর্জনে অন্য অনেক পীরকামেল পশ্চাতে ফেলে অনেক দূর অগ্রসর হলেন। আজকাল প্রবাসি বাঙালি ব্যবসায়ী মহলে তার ওয়াজ, এমনকি আওয়াজ, দু-দশ মিনিট শোনলে সাধারণ দশজনের এমন দশা হয়- পকেট হাঙ্কা করে উল্কাবেগে বেহেশতে যাওয়ার জন্যে বেহুঁশ হয়ে যায়, মাদকদ্রব্যের প্রভাবের মতো; যারা রেস্টুরেন্ট দিয়ে তন্দুরীর সঙ্গে নিষিদ্ধ তরলপদার্থ বিক্রি করে দু-পয়সা করেছেন তাদের অন্তরে লালিত লিঙ্গসা ও দণ্ডদেশ শংকার চিরন্তন দ্বন্দ্বের অবসানের জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উদ্বৃত্ত অর্থের এক-অংশ ফেলে দেন নায়েবেনবীর তহবিলে, অলী-আল্লাহর থলেতে, আখিরাতের সব অনর্থ থেকে রেহাই পাওয়ার নিশ্চয়তায়। সাম্পান ক্রুসের এমপি মিস্টার স্মিথ<sup>৪</sup> উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করলেন; মুখে মিটিমিটি দৃষ্টি, কণ্ঠে মধু আবৃত ভাষা, মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথমে লেবার পার্টির সহনশীল নীতিমালার ব্যাখ্যা করলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি উদার মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ মানসে, সর্বাত্মক সাহায্য, সহযোগিতার আশ্বাস দানে আশ্বস্ত করে নিশ্চিত হলেন তিনি- আগামী ভোটে বাঙালির ভোট বাংলাদেশের বর্ষার মতো না-চাইতেন নেমে আসবে তার বাজ্রে। এ-সভা সফলভাবেই শেষ হল।

মোল নভেম্বরের সভার সফলতার সংবাদ পেয়ে স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক মিস্টার ওয়াইট এসে হাজির হলেন ট্রি-উপ স্ট্রিটের ছাপ্পান্ন নম্বর বাড়িতে; অভিজাত চেহারা, মধ্যবয়স- সামান্য ঢলেছে শুধু পশ্চিম আকাশে। কিন্তু হ্যান্ডসাম মিলায় নি। হ্যান্ডস্যাকের আগেই সম্পাদক বললেন, স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি আপনাদের আস্থাহীনতার কারণ কি?

<sup>১</sup> ছেলে।

<sup>২</sup> Bricklane, London Borough of Tower Hamlet.

<sup>৩</sup> Euston, London Borough of Camden.

<sup>৪</sup> Chris Smith MP.

সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন কাজী, যীশুখ্রিস্টের প্রতি আমাদের অনাস্থা নেই মোটেই; বরং বলতে গেলে তাকে প্রাধান্য দেই অনেক ক্ষেত্রে— যেমন, আমরা ভার্জিন ম্যারিতে বিশ্বাসী এবং বর্তমানে চতুর্থ আশমানে অবস্থানরত যীশু দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে পদার্পন করবেন, স্বর্গরাজ্য স্থাপনার্থে। এসব বিশ্বাস আপনাদের ধর্মের সম্পর্ক নয় কি!

উত্তর শোনে ডান-হাত বাড়িয়ে কাজীর হাতটা মুঠোয় তুলে নিলেন মিস্টার ওয়াইট; আর বললেন, বাহবা! বেশ, বেশ। নিশ্চয় এতে কারও অসুখি হওয়ার কোনো বাহানা নেই।

- মসজিদ স্থাপনে মুসলিম সন্তানের পক্ষে ইসলামিক শিক্ষার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ। মিস্টার ওয়াইটের চোখের দিকে তাকালেন কাজী। সম্পাদকের সমস্ত চোখ তীব্র ঝলকে রাঙা হয়ে উঠল। কাজী বলে যেতে থাকেন, প্রতিবেশী খ্রিস্টানদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বভাব প্রসারণে মানসিক দ্বিধা দূরীভূত হয়। একই সঙ্গে সামাজিক মিলন স্বাভাবিক হয় বলে আমরা মনে করি। এ কারণেই আপনার সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনা পর্যালোচনা করতে কুণ্ঠিত নই।

সন্তুষ্ট হলেন সম্পাদক, মৃদু মাথা নাড়লেন। টেবিলে ওপর রাখা কাপ হাতে তুলে নিয়ে, কফিতে চুমুক বসালেন। দুধেল কফি। কফি যেন আত্মগোপন করেছে দুধের আড়ালে, ভায়েডরে। কফিতে আবার চুমুক দিলেন। মনে হচ্ছে এক নিশ্বাসে সমস্ত কফি কাপের তলানি-অব্দ শুষে নিবেন। কাপ থেকে মুখ সরিয়ে বললেন, আপনাদের মসজিদ পরিকল্পনা সর্থন করে আমি লিখবো। আমরা চাই আপনারা নিজেকে যেন প্রবাসি বা বিদেশি মনে না করেন। স্থানীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ আর স্বকীয় ধর্ম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে ব্রিটিশ জীবনে বৈচিত্র্য আনয়ন করবেন।

- অসংখ্যা ধন্যবাদ, আপনার সহানুভূতিপূর্ণ মন্তব্যের জন্য।

- আপনাদের যে-কোনো প্রয়োজনে আমাকে ফোন করলে খুশি হবো।

মিস্টার ওয়াইট হ্যান্ডসয়াক করে বিদায় নিলেন।

- বাইবেল যে ভুলে ভরা তা বলে দিলে আরও ভালো হত।

তাজিদউল্লাহ ততভষ্মের মতো বদরুদ্দিনকে দেখে কাজীর মুখের দিকে তাকাল; আর এমন এক শুকোনা হাসিতে কথাগুলো বলল যে এর কোনো বর্ণনা দেওয়া মুশ্কিল। মানুষ এমন অপদার্থে মতো হাসতে পারে তা কখনও দেখেননি কাজী; তাই বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বললেন, মূলে নেই ঘর আর পুবে কত দুয়ার হবে এ নিয়ে আমরা এখন ব্যস্ত। আগে আমরা প্রতিষ্ঠিত হই, তারপর অন্য কথা।

ফোড়ন দিতে বললেন সঞ্জব আলী, সত্যকে সর্বাবস্থায় ব্যক্ত করা সত্যি কি শক্ত?

- বাইবেলে তারা কত যোগবিয়েগ করেছে। যোগ করলেন বদরুদ্দিন। বদরুদ্দিন পান খান প্রচণ্ড ফলে গায়ে সবসময় ভালো জর্দার প্রসাধনের একটা নির্দিষ্ট গন্ধ ভাসে।

কথাগুলো শুনে মাথার সমস্ত কোষগুলো বিগড়ে গেল মাসুদ মিয়ার, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, বললেন, ধর্মকে বিশ্বাস করা হচ্ছে অন্ধের হাতি দেখার মতো। কাজেই একদলের কথা অন্যদল মেনে নেয় না, বরং বৈরীভাব সৃষ্টি হয়; তাই অযথা আলোড়ন অনাবশ্যক, তাছাড়া জীবন ধারণের জন্যে আমাদের হাত পাততে হয় খ্রিস্টানের কাছে, দাতার ধর্ম নিয়ে সমালোচনা করা কি উচিত!

কাজী ব্যালেন্স করতে চাইলেন, দুনিয়াবী চাহিদা এত বেড়েছে যে, এ-পূরণে সাধারণের প্রাণান্ত হচ্ছে।।

কাজীর মুখের দিকে ভিথিরির মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বদরুদ্দিন মন্তব্য করলেন, তাই তো ইসলামি সুফীসাধকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত।

কাজী স্নান হেসে আর এর সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমাদের স্মরণ রাখতে হবে ইসলামে বৈরাগ্য নেই; বরং আশমান, জমিন ও পাতালের সম্পদ আহরণের তাগিদ রয়েছে পাক-কুরআনে। দ্বীন ও দুনিয়া পৃথক

নয়; একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ; একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যাক, এ আলোচনা অন্যদিন হবে। এখন আমাকে উঠতে হচ্ছে।

হাজি সোনা মিয়া তার সঙ্গে ভদ্রলোকটাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, হাজি দস্তাবেজে দ্বীন।

প্রতি মাসের তৃতীয় রোববার বিকেল তিনটায় কার্যনির্বাহক সমিতির সভা বসে। নির্বাহক সমিতির সদস্যরা জড়ো হয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান বদরুদ্দিনের বাসভবনে, বসার ঘরে। আজকের সভায় সোনা মিয়া সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন হাজি দস্তাবেজে দ্বীনকে। বদরুদ্দিন একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলতেই দ্বীন হাত ভাঁজ করে বেটার মতো বসলেন, নিরেট নিষ্পন্দ, নির্বাক। সোনা মিয়া বলে যেতে থাকেন, যার বদান্যতায় আমরা পেয়ে যেতে পারি জামে মসজিদ। তিনি নিজের চেষ্টার বদৌলতে বদৌলতে যে-পরিমাণ দৌলত সঞ্চয় করেছেন তা বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী জহিরুল ইসলামের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

কাজী গভীর চোখে লক্ষ করছেন হাজি দ্বীনকে, নিষ্প্রভ ভীষণ শান্ত মুখ, ঘুমন্ত অন্তর, কিঞ্চিৎ এলোমেলো চেহারা, তবে ক্লান্ত শরীর। সোনা মিয়া নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বোঝাতে চাচ্ছেন আল্লাহর এহেন কৃপায় প্রাপ্ত সম্পদ কৃপণের মতো ব্যয় ভীতু না হয়ে দ্বীনের কাজে দান করে একাধানে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও পরকালের অবাধ-অগাধ সুখসুধা পানজনিত আনন্দহিল্লোল উপভোগ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা লাভ। দস্তাবেজে দ্বীন মৃদু আপত্তি জানানেন, লাজুক বধুর মতো। আগন্তুক ভদ্রলোক আমতা আমতা করে শুরু করলেন, আল্লাহর রহমত। কি আর বলবো! পয়সা দুটো হয়েছে, অস্বীকার করা যায় না।

কাজী তাকালেন সোনা মিয়ার দিকে। আশ্চর্য! দু-চোখ ত্রুস্ত, ভীত, লোভী। দেখলেন তিনি, সোনা মিয়া কেমন কাতর চোখে তাকিয়ে আছেন দ্বীনের দিকে, ভিখারি যেভাবে মহাজনের মন ত্রিধারার করুণার দিকে আকুল হয়ে চেয়ে থাকে ঠিক তেমনি। দ্বীন হঠাৎ মুখ নামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, আর কি বলবো! সেদিন আমার দেশের বাটির নিকটবর্তী গ্রামের এক প্রফেসার আমার সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে অফিসে দেখা করতে আসেন। তিনি বললেন আমার সফলতায়, কৃতিত্বে শুধু চট্টগ্রাম নয়, সারা বাংলাদেশ গর্বিত।

অকারণে চারিদিকে একবার চোখ বোলালেন। দেখে নিলেন দর্শকের মতিগতি। আনমনে সোজাসুজি কাজীর চোখের সামনে এসে তার চোখ থামল। নির্ভয়ে উচ্ছল হাসিতে বললেন, উত্তরে আমি কি বলবো? শুধু বললাম, গাড়ির ওপর চালকের কর্তৃত্ব থাকলেও কৃতিত্বের দাবিদার সত্যি বলতে সেই এঞ্জিন নির্মাতা। আর কি বলবো! শক্তির উৎস হল আল্লাহর রহমত, আর আপনারা— মানে সারা মুসলিম জাহানের দোয়ার বরকত।

হাজি দস্তাবেজের ডান-হাত কপালে রেখে বাঁ-হাতে মাথার পিছন থেকে কিস্তি টুপিটাকে তুলে নিলেন। হাজির মাথা ঘেমে উঠেছে। বদরুদ্দিন এ লক্ষ্য করে সামনের দিকে এগিয়ে এসে খড়খড়ি খুলে মুক্ত বাতাস ঘরে আহ্বান করলেন। ঘরে একটা অদ্ভুত উৎসব লেগে গেল; দূর থেকে ভেসে আসা পাখির ডাক আর রাস্তার গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দ একসঙ্গে মিশে বেতালে যুগলবন্ধি শুরু করল। এর সঙ্গে ভেসে আসছে পাশের বাড়ির ফুল বাগান থেকে পাঁচ-মিশালী গন্ধ আর বদরুদ্দিনের বাসা থেকে বাংলাদেশী মসলা দিয়ে ভুনা চিংড়ির সুবাস; তবে ওরাও একসঙ্গে সহবাস করতে নারাজ। খোলা জানালা দিয়ে বাধ-ভাঙা পানির মতো হুড়মুড় করে একগাদা ঠাণ্ডা বাতাসও ঘরে ঢুকল; আর অমনি খিরকি বরাবর বসা সঞ্জব আলী চপেটাঘাত-খাওয়া মানুষের মতো চটে গেলেন। সঞ্জব আলী কিঞ্চিৎ ধমক দিয়ে বললেন, আরে করলেন কি? জানালা বন্ধ করুন।

বক্তব্যে ব্যাঘাত ঘটল। দস্তাবেজে দ্বীনের কপালে বিরক্তির রেখা দেখা দিতেই বদরুদ্দিনকে চোখের তারায় মৃদু তিরস্কার করলেন। চাপা তিরস্কারটা কাজীও লক্ষ্য করলেন; কিন্তু বদরুদ্দিন লজ্জিত হলেও নিঃশব্দে হাসি ছড়িয়ে দিলেন। হাসিটা তুলে নিয়ে পানির গ্লাসে চুমক দিলেন দ্বীন, গলা ভিজাতে। তারপর শুরু করলেন, এ-

তো দিন কয়েক আগের কথা। দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে এলাম, অলৌকিক ভাবে। কারটা চুরমার হয়ে গেল। এটা নিশ্চয়ই আল্লাহর তরফ থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত, যেন আমার দ্বারা সর্বনিয়ন্তা সমাধা করে নিতে চান কোনো একটা মহৎ কাজ দিয়ে। সম্ভবত আপনাদের পরিকল্পিত আল্লাহর ঘর- মসজিদ, যেখানে খোদার এবাদত বান্দারা-বান্দীরা একাগ্রচিত্তে করতে পারে। ইসলামিক কেন্দ্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর নির্ধারিত পথে মেয়েরা, মায়েরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। দ্বীন ও দুনিয়াবী প্রশিক্ষণ লাভে দিল ও দেহের ফায়দা হাসিল করতে পারে। দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হতে পারে।

- মারহাবা, মারহাবা। গুঞ্জরিত হল ঘরের উত্তর কোণে। এসব শব্দলহরী হাজি দস্তাবেজে দ্বীনের বদনে লালিত্য লেপে দিল, যেন দাদুর কাছে প্রশয় পেয়ে নাতনীর চোখ নেচে ওঠা। মুখের রক্ত ছাদে ঝোলানো বিদ্যুৎ আলোতে টগবগ করে ফুটে উঠল। ত্রিনাথ দ্বীন বলে যেতে থাকেন, এতদোদ্দেশ্যে প্রজেক্ট তৈরির জন্যে আগামী রোববার আমি আসবো জনাব চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করতে। বিশ্বমুসলিম সংস্থার আমীরের স্বপ্নে বিভোর, আঁখি দিয়ে একবার ডানে আবার বাঁয়ে কয়েক দফা দেখে নিলেন, তারপর যোগ করলেন, আমার এ প্রস্তাবে আপনাদের সম্মতি আছে তো?

দানধীর দ্বিতীয় হাজি মুহাম্মদ মহসীনের প্রশ্নে খুশির আতিশয্যে কারও মুখ দিয়ে কথা ফুটছে না; সম্মিলিত সকলের সম্মোহন দৃষ্টি, অশ্রুহীন অতি ধার্মিক মনোরম আকৃতি ও মোলায়েম প্রকৃতির পৌঢ় প্রায় মানুষ, হাজি সোনা মিয়ার প্রতি। তার পরনে আচকান পায়জামা, গালে আচমকা পাকা দাড়ি। বাঁ-হাতে দাড়ি বোলাছেন- নিজের কৃতিত্বে, না আল্লাহর শুকর প্রকাশ করতে, ঠিক বোঝা গেল না; তার দীর্ঘ ঘন দাড়ির আড়ালে বদনমুকুরে প্রকাশিত অন্তরের রঙ লুকিয়ে রইল, বা অন্তরের সত্যরঙ প্রকাশ পেতে ভয় পেল দাড়ির কারণে। মাসুদ মিয়া মন্তব্য করলেন, এহেন প্রস্তাবে সাই না দিয়ে এমন সুযোগ কে হারাতে চায়?

মাসুদ মিয়া মসজিদ কমিটির সদস্য না, তবু প্রায়ই আসেন, আসেন অস্থায়ী দপ্তরে টাইপিং, ফাইলিং, টুকটাক কাজ করতে। অনারারী আপিস-সেক্রেটারি বলা যায়। আপিস-পরিচালনে তার অভিজ্ঞতা প্রচুর, দেশের বি.এ. পাশ। তখন অবশ্য বেকার ছিলেন, ক-জন বি.এ, পাশের ভাগ্যেই-বা চাকুরি জুটে বিনা সুপারিশে, বিনা রসিদে; এখন ব্যসায়ী মানুষ।

- বড়োকে নাম ধরে ডাকা ভদ্রতা বিগর্তিত। মাসুদ যে মুগ্ধ হয়েছেন দ্বীনের বদান্যতা ও ধার্মিকতার আভাসে তা স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে তার কথায়। তিনি ভাবগম্ভীর হয়ে বলে যেতে থাকেন, তাই আমি প্রস্তাব করি আমরা এখন থেকে এ-বিশেষ আল্লাহওয়ালা মানুষকে নাম না ধরে বরং তা উপাধি দিয়ে সম্বোধন করবো, সম্মানের সঙ্গে ডাকবো ‘আলহাজ্ব’।

জনতা আনন্দে ভেঙে পড়ল। জনতার আনন্দকে ঠোট চেপে দমন করতে গিয়ে ডুকরে ওঠে আচমকা করতালির মাধ্যমে। মিলিত করতালির মাঝে দ্বীনের মৃদু আপত্তি তলিয়ে গেল। কাজী স্মিত মুখে সাই দিলেন।

সভাপতির ভাষণে, হাজি দস্তাবেজে দ্বীনকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে কাজী আবুল ফজল সাম্পান ট্রুসের প্রবাসি মুসলিম বাঙালির পক্ষ থেকে সোনা মিয়া হাজিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, আর তাকে অনুরোধ জানানো হল মোনাজাত করতে, যাতে আজকের সৌভাগ্য লেপটে থাকে সাম্পান ট্রুসে বসবাসকারী মুসলমানের কপালে। মোনাজাত শেষে সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আরও কয়েক টুকরো হাসি বিলিয়ে আলহাজ্ব যখন বিদায় নিলেন তখন বিজয়া বা তাজিয়া বিসর্জন শেষে বিষমবিষণ্ন মুহূর্তের মতো সভাকক্ষ বিষাদস্তব্ধ হয়ে গেল।

রোববার। সকাল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ফেব্রুয়ারি মাস। কনকনে শীত। সাইবেরিয়া থেকে বাতাস এসে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে লন্ডন শহরকে। অসংখ্যমী মুহুর আতিশয্য যেমন সন্তানের ভবিষ্যৎ বিনাশ করে দেয়, তাকে আলসে অকেজো করে, তেমনি প্রকৃতি যেখানে সদয়, জীবন যাপন সহজ সাধ্য, সেখানেই মানুষ শেষ পর্যন্ত

অশেষ দুঃখ ভোগ করে, দুর্ভিক্ষে পড়ে; যেমন, বাঙালির মতো, প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভর না করে বাঙালিরা যদি শুরু থেকে সংগ্রাম করত, তাহলে সে সাহসী কর্মঠ হত ইংরেজের মতো। দেশে থাকতে যে-বঙ্গসন্তান বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে বাইরে বেরোয়নি, সে বিলেতে বরফের তুফানে কাজে যায়। প্রকৃতিকে বেয়াড়া ঘোড়ার মতো কড়া শাসনে পোষ্য মানাতে হয়, বিজয়ী সেনাপতিকে বরমাণ্যে বরণ করে সতী সাধবী প্রকৃতি সদা জাগ্রত দৃষ্টি, পান থেকে যেন চুন খসে না। বিলেতের বৃষ্টিদাতা ফেরেশতা বা দেবতা, আমাদের মহাদেবের চেলাচামুণ্ডা না নিশ্চয়ই, যে তিনি গাঁজা সেবনে বিস্মৃতির গহনে একদম গায়েব হয়ে আছেন, ভুলে গেছেন গগনের ঘনঘটা বছরের পর বছর, আছাড়িপাছাড়ি প্রাণ হারাচ্ছে অসংখ্য প্রাণী, যেমন আবেসিনিয়া— যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল মক্কার নব্য মুসলীম; অথবা মাত্রাজ্ঞানহীন অসময়ে ‘গগনে গরজে মেঘ, এল ঘন বরষা’ ভাসিয়ে নিল জনপদ, যেমন বাংলাদেশ, সব হারিয়ে যায়, চারিদিকে হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কাড়াকাড়ি, হানাহানি, শুধু পানি, ওপরে নীচে ছয়লাব।

পক্ষান্তরে ইংরেজের দেশ, বৃষ্টিদানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা বা দেবতা যেই হোন না কেনে তিনি অত্যন্ত হিসেবি ধরনের প্রাণী; যখন যে-পরিমাণ পানি প্রয়োজন ততটুকু দিয়েই তিনি ক্ষান্ত, হয়তো প্রতিবাদের ভয়ে, এ যে প্রটেষ্ট্যান্ট অধ্যুষিত দেশ, পোপকে যারা বিরত করেছে বেহেশতের সার্টিফিকেট বিতরণ থেকে, প্রটেষ্ট করে করে তারা টেস্ট পাস করেছে কিনা! এ কথা ত্রিলোকবাসী কে না জানে? এসব কথা বলেছিলেন এক যুগ আগে কাজীর বন্ধু ফজলে এলাহি। পুরনো কথা এখন মনে পড়ল কাজীর। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, কিন্তু মানুষের চেষ্টাই কি সব? বৃহত্তর কোনো শক্তি কি তার চেষ্টার ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করে না?

- হাজি দ্বীন সাবের ফোন, আবেবা। কাজীর কুটিমুটি মেয়ের কথায় পৌরাণিক কাহিনীপ্রসূত তার কল্পনাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। বললেন, আচ্ছা, ফোনটা দাও তো পুতু।

টেলিফোন হাতে তুলে নিলেন কাজী। বললেন, আসসালামু আলাইকুম। উত্তর আসল ওপর প্রাপ্ত থেকে। কাজী শুধু শুনে গেলেন প্রথম। তাপর বললেন, এক্ষুনি? নীরব। জ্বি ভালো। নীরব। খোদা হাফেজ।

মাসুদ মিয়া অফিসঘরের প্রবেশ করে, চোখে প্রশ্নবোধকচিহ্ন ফুটিয়ে বদরুদ্দিনকে দেখে নিয়ে বললেন, আলহাজ্ব দ্বীন এখনও আসেননি? ভালো হয়েছে, আমি বাসা হয়ে আসতে পারবো!

বদরুদ্দিন একটা সিগারেট টোঁটের পাতায় রেখে কি বলতে গিয়ে চোখ তুলতেই তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল, দু-চোখে অস্বাভাবিক ধাক্কা খেল, মাসুদ মিয়াকে নতুন স্যুটে বড়ো স্মার্ট দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে-থাকা বদরুদ্দিনের কথা মুখ থেকে বেরুনোর আগেই মাসুদ মিয়া বললেন, যখনই দেখবো আলহাজ্ব সাবের দামী গাড়ি আপনার বাড়ির সামনে উপস্থিত, তখনই আমি তড়িঘড়ি চলে আসবো।

এ-কথায় কেন যেন বদরুদ্দিন চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না, টোঁট থেকে সিগারেটটা সরিয়ে নিতেই ধরা পড়ল— তার টোঁটের মধ্যে যেন পুকুর পানিতে, পশ্চিমাকাশের ঢলে-পড়া সূর্যের কিরণ, কালো টোঁটে একটা কমলা রঙের ঝিলিক, পানের দাগই হবে। বদরুদ্দিন মুখ খুলে বললেন, আলহাজ্ব সাব অনেক আগেই এসেছেন। নামাজ আদায় করছেন পাশের ঘরে। জোহরের নামাজের সময় প্রায় যায় যায় তাই যেমনতমেন সেরে নিচ্ছেন।

মাসুদ মিয়ার কণ্ঠ নিঃস্বর নিস্তব্ধ, সমস্ত মুখটা তীব্র ঝলকে রাঙা হয়ে উঠেছে। বদরুদ্দিন আরেকটা খিলি মুখে পুরলেন। তার পান সিগারেটের বড্ড সখ! জর্দার গন্ধ এসে নাকে লাগছে মাসুদ মিয়ার। বিলেতের শীতে পান ও সিগারেট সুরার সমান কাজ করে বলে বদরুদ্দিনের বিশ্বাস; যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস খণ্ডন করা যায় না! পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে অভ্যাস জন্মে, পরিবেশজাত অভ্যাস ক্রমশ বটবৃক্ষের মতো শিখর মেলে ডালপালা ছড়িয়ে আচ্ছাদিত করে পড়শীর অঙ্গন; অথবা বলা যায়, অভ্যাস অজান্তে দানা বেঁধে এক সময় বিশ্বাসের আকারে আস্তানা বাঁধে অন্তরে, সেখানে স্তরে স্তরে বছরের পর বছর পলিমাটি পড়ে বিরাট চর তৈরি হয়,

চারপাশে; ফলে বন্ধ কুয়ার সৃষ্টি হয়, জ্ঞান চালিত যুক্তির নৌকার চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পান-তামাক সেবনের অভ্যাস বঙ্গদেশে সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়েছে। চুন, সাদা, জর্দাসহ পান পরিবেশন সামাজিকতার এক বিশেষ অঙ্গ। ধূমপান ও পান চিবানো— এ দুটোতে বদরুদ্দিন খুব অভ্যস্ত; তাই সভাসমিতিতে এ নিয়ে থাকেন বেশ ব্যস্ত। পান-সুপারী মিশ্রিত চুন জর্দার কমলারঙ শোভা পায় সবসময় ষোড়শীর লিপস্টিকের মতো তার কালো অধর প্রান্তে; আর ডান-হাতের মধ্যমা ও তর্জনীর মাঝখানেও সিগারেটনিঃসৃত নিকোটিন মিশ্রিত রসে বাদামী চামড়াকে করে দিয়েছে কালো; সেখানে থেকে একটা সফেদ কমদামী সিগারেট থেকে বেরিয়ে আসছে ধূসর কাঁপানো ধোঁয়া।

মাসুদ মিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় যে-ফাঁক পড়ল তা পুরনের জন্য ওঠাওঠি কয়েকটা সুখ টান দিয়ে, শেষ অংশটুকু অ্যাশট্রের অভাবে কার্পেট শূন্য মেঝেতে জুতোর অগ্রভাগ দিয়ে গুঁড়িয়ে দিলেন; তারপর চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন মাসুদ মিয়ার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা অবিশ্বাসের চিহ্ন— হাত থেকে যখন চিল জিলেপি নিয়ে পালায়, তখন শিশুর যেমন অবস্থা হয় তেমনি। ঠোঁটের কোণে শ্লান হাসি টেনে মাসুদ মিয়া বললেন, আপনি কি বলতে চান! বঙ্গবিখ্যাত ব্যবসায়ী এসেছেন ভোঁভোঁ করে ভ্যানে? আপনার দরজার সামনে তো দেখলাম একটা ভাঙা ভ্যান পড়ে আছে। এ-ভ্যানে?

বাইরের শীতের আলো জানালা দিয়ে এসে বদরুদ্দিনের মুখে পড়ছে, আর এ-আলো তার মুখের রক্তকে টগবগ করে ফুটিয়ে তুলল। তিনি মাথা নেড়ে সাই দিলেন, হ্যাঁ। অবাক হয়ে মাসুদ মিয়া বললেন, রোলসরয়েস তো দূরের কথা, বি.এম.ডব্লিউও না!

আলহাজ্ব নামাজ সেরে মধ্যকার পর্দা সরিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, প্রতিবেশীর ঈর্ষার অভিশাপ থেকে রক্ষা করা এবং নিজের অন্তরকে আর্থিক ক্ষতির ক্রয়কৃত সাধের রোলসরয়েসটা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছি। তৎপরিবর্তে ধনীপরিত্যক্ত বন্ধুবর সাধারণ ভ্যান চালানোর চেষ্টা করে আসছি বিগত কিছুদিন ধরে, মনের সমস্ত সাহস হাতের মুঠোয় এনে।

মাসুদ মিয়ার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, রসাল বিদ্রূপ শোনার জন্য তার মন একেবারেই প্রস্তুত না, মুখের ওপর স্বল্প ঘাম সিক্ত হয়ে আছে। বিষাদ সিন্ধুর ভাষায়, পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য হয়তো, আলহাজ্ব বলে যেতে থাকেন, যা বিলিয়ে দেওয়া যায় না, তা ব্যবহার করা সাধারণ সমাজে কত যে বিড়ম্বনা তা সম্যক বোঝানো সম্ভব না। ঐশ্বর্যের সঙ্গে ঐশীণ্ডাবলীর সমন্বয়ে দৌলতওয়ালার দায়িত্বজ্ঞান সমুল্লত হয়। ধনদৌলত দান করার পূর্বেই আল্লাহ পারিপার্শ্বিকতানুযায়ী পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণে বৈশিষ্ট্য দান করে থাকেন মনোনীত মানুষকে।

ইতিমধ্যে সৈয়দ সঞ্জব আলী, তাজিদউল্লা, হাজি সামসুল হক ও আখলাক মিয়ার আগমনে আলাপ জমে উঠল পুরোদমে। ছেলেমানুষী আলাপ। এমন সময় ঢুকলেন কাজী আবুল ফজল ও আরও কয়েকজন সদস্য ঢুকলেন, সফিকুল ইসলামও ঢুকলেন এদের সঙ্গে সমভিব্যাহারে শোরগোল করতে করতে। কাজীর কানে ভেসে আসছে তাদের আলাপের কিছু কিছু অংশ— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির আর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের কথা, এ ব্যাপারে মিলিটারি শাসক এরশাদ সরকারের ভূমিকা... বিতর্ক...।

ঘরে ঢুকে ওভারকোট খুলে নিলেন সদস্যরা। শিরশির শীতে পা টিপে টিপে বরফের ওপর হেঁটে দীর্ঘপথ অতিক্রম করার ফলে জুতোর ভেতর পা দু-খানাও আড়ষ্ট, আঙুলগুলো অবশ। আবহাওয়া পরিবর্তনের অস্বাভাবিক আকস্মিকতায় সৃষ্ট জড়তা দূরীকরণার্থে ধূমপানের নাকি নেহাত প্রয়োজন। একে একে প্রায় সকলই সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন। মুখনিঃসৃত ধূমজাল পাকাচ্ছেন বেণীর আকারে কুণ্ডলী। বঙ্গ সন্তানরা আর্দ্র করে তুলছেন ঘরের বাতাস, গন্ধময়। এসব দেখে দক্ষিণের জানালা খুলে দিলেন আখলাক মিয়া। খোলা জানালাপথে অধূর শুভ্রসুন্দর বিস্তীর্ণপ্রান্তর অবলোকনে মনুয় দেহাভ্যন্তরে জাগরুক হয় প্রশান্ত চিন্ময়, শান্তির প্রতীক, বরফাবৃত বৃটেন যেন শ্বেতাম্বর বেশে জৈন সন্ন্যাসীদের মতো তপস্যারত।

বাইরে প্রকৃতির বেশ পরিবর্তন— অপরূপ সমারোহ, ভেতরে দরজা বন্ধ, ঘরে বন্ধি ক-টা প্রাণী। সভা শুরু হল। কাজী চেয়ারম্যাননির্দিষ্টাসনে উপবেশন করে গত সভার আলোচ্যবিষয়াদি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি

না দেখে নিচ্ছেন ট্রু-ভিশনের মাধ্যমে। এজেন্ডা অনুযায়ী সভা। মসজিদ নির্মাণের প্রস্তুতির প্রস্তাবপত্র আলোচনায় ব্যাপ্ত, ব্যাপক বিতর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন তাই শুরু হল আলোচনা। প্রথমে আলহাজ্ব দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে তার বদান্যতা ও ধর্মানুরাগের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটন করলেন, স্বকীয় প্রতিভার বহুমুখী স্বরূপ প্রকাশ ও দৃষ্টান্ত যেন— কারাপালকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণ, বাংলার নারী প্রগতির অন্যতম অগ্রদূতী বেগম রোকেয়ার আদর্শে আপুত হয়ে নিজের সেক্রেটারি ইংরেজ যুবতীকে অনুপ্রাণিতকরণ ইত্যাদি। একসময় সকলের উদ্দেশ্যে উদাত্ত ভাষায় আহ্বান জানালেন, ‘বিশ্ব মুসলিম সংস্থা’ নামক আমেরিকা কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান ক্রমে ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বভাবে উদ্ধৃত হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও জানালেন, ইসলাম ভৌগলিক সীমারেখা অস্বীকার করে, শান্তি সমৃদ্ধির জন্যে বিশ্ববাসীর উচিত ইসলামকে একমাত্র ধর্ম বলে গ্রহণ করা; কারণ, অন্য সব ধর্মের ভিত্তি মিথ্যা, এ-ভিত্তিকে ভেঙে দিতে পারে একমাত্র খোদাদাদ শক্তির ইসলাম, যার প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ প্রেরিত সত্যগ্রন্থ পাক-কোরআনে। চৌদ্দশ’ বছরের বেশি সময় ধরে অবিকৃত অবস্থায় চলে আসছে এবং রোজ কেয়ামত-তক স্রষ্টার এ-নেয়ামত বিদ্যমান থাকবে, অপরিবর্তিত থাকবে আল্লাহ’র প্রণীত কুরআন। এ সংবিধান যার হুকুম আহকাম আমাদের জীবনে বাস্তবায়নের দ্বারা এ নশ্বর দেহ ত্যাগের পরবর্তী জীবন-অধ্যায়ে অমরাবতীর অমৃত পানে চিরসুখের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন সম্ভব।

- আমি অবশ্য আপনাদের কমিটিসমিতির সদস্যতদস্য নই। আমার কথায় আপনাদের প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না জানি; মাসুদ মিয়া সভাপতির অনুমতি নিয়ে শুরু করলেন, শুধু সত্য প্রকাশের আগ্রহে বলতে চাই একটা কথা। অবশ্য তা কারও অনাবিচিত নয়, দেশ-বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে, পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি চৌধুরী খালেকউজ্জামান মুসলিম বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপালোচনায় এক আদর্শ প্রণোদিত একক সংস্থা স্থাপনের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ব্যথাক্ষুরিত অন্তরে পদত্যাগ করেছিলেন। হঠাৎ মাসুদ মিয়ার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে পাকিস্তান আমলের দৃশ্যটা, তাই বললেন, পাকিস্তানের মুসলিম ভাইরা বাঙালির সঙ্গে লুকোচুরিদৌড় প্রতিযোগিতায় ইসলামিক হোলিখেলা খেলতে চেয়েছিল, পাকিস্তানকে দ্রুত ধনী বানানোর কল্পনায়, অভিজাত্য করার বাসনায়, হিংসুক কাঙাল পাঞ্জাবি মুসলিম ভাইরা ওঠেপড়ে লাগে। আর বাঙালি এ-সঙ্কটের সময় ঘানি টেনেছে জীবনের তাগিদে, সম্পদের সৌন্দর্যে নয়; বরং কাঙাল পৃথিবীর মানুষের কাছে অপমান সহিতে। হায় ইসলাম! হায় ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব। পাকিস্তান আমলের বাঙালিদৃশ্যটা প্রকাশ করতে করতে মাসুদ মিয়া ডানেবাঁয়ে একবার তাকালেন, দেখলেন তাজিদউল্লা দলীয় লোকদের মুখের অবস্থাটা, যেন চুন পড়েছে। পুনঃ বললেন, আর সেদিনের কথা। একান্তরের কথা। একান্তরে বাঙালি মুসলমান নিধনযজ্ঞে পাঠান ও পাঞ্জাবি মুসলমানের বর্বরতার চরম পরাকাষ্ঠা নয় কি? চেয়ে দেখুন মধ্য এশিয়ায়— ইরান ও ইরাকের যুদ্ধে ১৯৭৯ সাল থেকে নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার ধিকৃত দৃষ্টান্ত। ভৌগলিক সীমারেখা রক্ষার জন্যে লাখ লাখ মানুষের এ কি লক্ষহীন আত্মহুতি?

মাসুদ মিয়া নিজ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চারদিকে জোরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাজিদউল্লা জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারে বসে আছে, বদরুদ্দিন খুব ঘনিষ্ঠ মনে সিগারেট টানছেন, আলহাজ্ব চুপচাপ— অন্যদিকে তাকিয়ে; আর দরজার পর্দা কাঁপতে কাঁপতে নীরব। মাসুদ মিয়া একটু থেমে আবার গম্ভীর কণ্ঠে শুরু করলেন, এসব পর্যবেক্ষণের পর সুস্থমস্তিষ্কে চিন্তা করলে একটা মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়— আদর্শ যত মহৎ হোক না কেন, বাস্তবের মাপকাঠিতে যদি তা না মিলে, তাহলে এ একেজো বলে পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত; মরিচাধরা লোহা দিয়ে সেতু তৈরির পরিকল্পনা ভবিষ্যতের জন্যে নিরাপদ নয়, তাই এ পরিহার্য।

মাঘ মাসের সকালে পরিণাম-অজ্ঞ শিশু আইসক্রিম মুখে দিলে তার যে অবস্থা হয়, তেমনি মুখাবয়ব করে তাকালেন আলহাজ্ব সভাপতির দিকে। এহেন দাতার বেদনাকাতর বদন নিরীক্ষণে সক্ষম হলে কাজী তৎক্ষণাৎ অবশ্য বন্ধ করে দিতেন মাসুদ মিয়ার ‘বকুয়াহ’। কিন্তু সে সময়ে কাজীর দৃষ্টি আবদ্ধ জানালার পর্দার ফাঁকে এক ফালি আকাশের কোণে, যেখানে গাঙচিল উড়ে উড়ে একটা বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। মাসুদ মিয়ার সীসাগলা কথা নির্দ্বন্দ্ব, অনিচ্ছুক কানে প্রবেশ করতে লাগল, শুধু গলাভরা বুলি দিয়ে আজকাল কুলিকে দিয়েও কাজ করানো যায় না, এমতাবস্থায় ভুলে যাও ভৌগলিক সীমারেখা, অ-ইসলামিক শিক্ষা ইত্যাদি তথাকথিত ধর্মীয় নীতিকথার ইতি ঘটেছে, জ্ঞানীর মনে, গত চৌদ্দশ’ বছরের অবাস্তব দৃষ্টান্তে।

আলহাজ্ব আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। একজন মুসলমানের কথায় চূড়ান্ত ঘা লাগল নিজ বুকে, জোরপ্রকম্পনে আন্দোলিত হল তার অন্তর, চোখে মুখে বিরক্তির স্পষ্ট চিহ্ন। মাসুদ মিয়াকে বাধা দিয়ে বললেন, ক্যাপিটেলিজম ও কমুনিজম- উভয়ই ব্যর্থ হয়েছে, উভয়ই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি; দিয়েছে শুধু নৈতিক অধঃপতন। সমস্যাসমাধান সন্ধানে বিজ্ঞজন ও গবেষকগণ অধুনা দ্বিগুণ জরুরী ভিত্তিতে এখন ইসলামের দিকে তাকাচ্ছেন, গণমানুষের আর্থিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিশ্বব্যাপী বিফলতার ব্যথা জর্জরিত অন্তরে, একটা সুনির্দিষ্ট পথের অন্বেষণে; যেন মেঘ আঁধার রাতে অচেনা হাওরে পথহারা মাঝি ফিরে ফিরে তাকায় প্রবতারার দিকে। আপনারা জানেন অ্যাংগ্লো আমেরিকানদের বাজার অর্থনীতি এবং রাশিয়ার সামাজিক অর্থনীতি- উভয় মতবাদ বাস্তব প্রয়োগে হয়েছে একেবারে বরবাদ।

উপস্থিত শ্রোতাবর্গ সম্ভ্রষ্ট চিত্তে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন, করলেন আকার ও ইঙ্গিতে, করলেন কথায় ও ভঙ্গিতে। নিজ বুদ্ধির প্রশংসা দেখে উজ্জ্বলতর হল আলহাজ্বের মুখমণ্ডল, যেন মাগরিবে মুয়াজ্জিনের আহ্বানে একটা তারকার আগমন। অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের শক্তহস্ত থেকে নিষ্কৃতির শেষ চেষ্টা করলেন মাসুদ মিয়া। দ্বীনের কথার জের টেনে আত্মপ্রত্যয় যথাসম্ভব বজায় রেখে বদ্ধ জানালার বাইরে চোখ রেখে প্রায় স্বগতোচ্চারণ করলেন, চাঁদনিরাতে তারাভরা আকাশ তলে মানুষ প্রবতারার কথা প্রায় ভুলে যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে 'ইসলামের যোগ্যতা নেই' এমন কথা বলিনি। কৈফিয়তের সুরে বললেন, শুধু বলছি যে পরখ করে কখনও দেখা হয়নি।

- কোরআনিক সত্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা যে সমাজ ও রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করে দিয়েছেন তা বাস্তবায়িত করলে সফলতার দায়িত্ব রাব্বুল আলামীন স্বয়ং গ্রহণ করবেন। তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পাক-কুরআনে। এ সত্য শেষ বয়সে মাওলানা ভাসানী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তো ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তৎপর হয়েছিলেন।

চমকে উঠলেন মাসুদ মিয়া, ভাতের ফ্যান উথলে হাঁড়ির ঢাকনা যেমন ফরফরিয়ে ওঠে তেমনি। দ্রুত ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখ তার উষ্মান চাঁদ যেন। বললেন, শ্রুতিমধুর হলে বক্তাকে বাকপটু হয়তো বলা যায়, তাই বলে বক্তব্য যে অন্তঃসার শূন্য নয়, এর নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। সবাই জ্ঞাত আছেন নিশ্চয়, সৌদি আরব ও ইরান সম্বন্ধে। উভয়ই ইসলামিক রাষ্ট্র, কোরআন ও সুন্না মোতাবেক চলে। জনসাধারণের জীবনযাত্রা ইসলামিক নিয়ন্ত্রণের দায়দায়িত্ব গ্রহণের দাবিদার উভয় সরকার। এসব নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা একে অন্যের ঘাড় ভেঙে তাজারক্ত দিয়ে সরবত পান করার জন্যে বাঘের মতো ব্যগ্র হয়ে আছেন উভয় দেশের রাষ্ট্রনায়ক, শুধু সুযোগের অপেক্ষায়।

- হ্যাঁ, এ উভয় দেশের চেয়ে বরং পাকিস্তানের ইসলামিক বিধিব্যবস্থা অনেক গুণে ভালো। বহুপূর্ব থেকে এ-নিয়ম চলে আসছে কি না। এই ধরন, ফিল্ডমার্শাল মহামান্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কথা। কেয়ছা উচ্চ লম্বা বড়ো জোয়ান ছিলেন। পাঠান কি না তাই ইসলামের প্রতি অত্যধিক টান ছিল। এ এক জাতি, যারা ধর্মের জন্যে জানকোরবান করতে সদাপ্রস্তুত।

সফিকুল ইসরাম এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলেন নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপনে, সুযোগ পাননি; তাই মাসুদ মিয়া বসামাত্রই কেউ কিছু বলার কথা ভাবার আগে নিজেও না ভেবে বলে ফেললেন কথা ক-টা। অসংলগ্নতা লক্ষ্য না করেই কথাগুলো তার ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে এল। এটুকু বলে ফেলে নিজেকে খানিক হালকা মনে করলেন, আর প্রশংসা কুড়োতে ব্যস্ত হল তার আঁখিদ্বয়।

- আমরা যদিও উপভোগ করছি আপনাদের সারগর্ভ আলাপ, তবুও আর অগ্রসর হতে দিতে পারি না; কারণ, আমাদের বিশিষ্ট মেহমান ইসলামিক সেন্টার পরিকল্পনার রূপরেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। এদিকে শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে কতক্ষণ, তাই...



সভাপতির বক্তব্য শেষ করার আগেই মাসুদ মিয়া বাধা দিয়ে বিনীতভাবে বললেন, আমাকে এক মিনিট সময় দিন প্লিজ। প্রাক্তন পাকি প্রেসিডেন্ট ঘটিত একটা রসাল ঘটনার দুটো কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবো শুধু।

অবসন্নতার সময় মানুষ সিগারেট খায়, কাজী কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন আজকের সভার বক্তব্য শোনে, তিনি সিগারেট খান না, তবে মন বলছে সিগারেট খেলেই ভালো হত। সৈয়দ সঞ্জব যেন কাজীর মনের অনুরোধ বুঝতে পারলেন, শুখা প্যাকেট থেকে বের করে বিড়ি বলতে শুরু করেন, আর বলতে বলতে মন্তব্য করলেন, তাহলে বলে ফেলুন অল্প কথায়। পরে অযথা জল্পনা করবো কেন!

মাসুদ মিয়ার চোখেমুখে আনন্দ প্রকাশ পেল। সৈয়দ সঞ্জব আলী সিগারেট ধরালেন, ধোঁয়া ছাড়ালেন, মাসুদ মিয়া সে-উড়ন্ত ধোঁয়ার জটলাটার দিকে চোখ রেখে শুরু করলেন, আমি ধরে নিতে পারি যে আনন্দবালা খ্রিস্টিন কিলার ও ব্রিটিশ দেশরক্ষা মন্ত্রী প্রফিমো'র কাহিনী আপনাদের নিশ্চয় বিস্মৃতি হয়নি, একেবারে। ধনীর চিত্তবিনোদিনী ইংরেজ মডেলের সঙ্গে ১৯৬৩ সালের এক শুভদিনে এ-লন্ডনে জলখেলা খেলতে গিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তথাকথিত লৌহমানব গলে একেবারে মোম হয়ে সুন্দরীর গায়ে লেপ্টে থাকতে অনেক চেষ্টা করেও সাঁতারে অপটু পাঠান পিছিয়ে পরতে থাকেন। কলাচতুরার সাবলীল দেহলতা কিরণবিচ্ছুরণ করে আইয়ুবের মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটিয়ে, চোখ ঝলসিয়ে এগিয়ে চলেছিল পানি দু-ভাগ করে। স্থলিতবাস জলাবৃতকটিদেশ বেষ্টনের চেষ্টাও গলদঘর্মে পর্যবসিত হল। হায়রে হায় কি পরিতাপ! মাসুদ মিয়া একটু থেমে, টোক গিলে, ঠোঁটের ওপর আলতো করে হাত চাপা দিলেন। তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়, তাজিদউল্লাহ ওপর পড়তেই সে তার সজলনয়ন নত করল। তাজিদউল্লাহ চেয়ে থাকল লায়নারের ওপর আঁকা ছবিতে, খরগোশকে দৌড়াচ্ছে কুকুর, তাই হয়তো অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, নাউজুবিল্লাহ। আর হয়তো মনে মনে বলছে, আজ কোন কক্ষণে বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে, আমার আদর্শ পুরুষের আজ একি নাজেহাল! হযরতের নির্দেশের বরখেরাপ! মাসুদ মিয়া এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন সফিকুল ইসলামের ম্লান বদনে। বেদনাকটক করার উদ্দেশ্যে বললেন, তারপর বাহুল্যতা স্পর্শ লালসায় কামশিখা লেলিহান- ছুঁইছুঁই করে ছুঁতে পারছিলেন না। পরিশ্রান্ত দেহ আইচাই করল, তবু ইসলামের নামে যে-পাঠান জান ফানা করতে প্রস্তুত, সে-পাঠান কি এত সহজে পরাজয় মেনে নিতে পারেন? নর্তকীর তালে তালে নৃত্যের ভঙ্গিতে সমতা রক্ষায় সচেষ্ট নয় কি এ বিরাট দেহ? তিনি তো এককালে পাঠানের জাতীয় নৃত্য খটক নাচে মেডেল পেয়েছিলেন। আর মেডেল জ্ঞানে সমবয়সীরা সমীহ করে চলতো। এই আদরে লালিত অবশেষে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত আইয়ুব খান সেদিন মহা পরীক্ষার সম্মুখীন- বাহু বেষ্টনে ব্যর্থ হলেও সুন্দরী তখনও নাগালের বাইরে যেতে পারেনি। তার পাদপদ্ম বিধৌত পানি পান করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবে কোন শক্তি নাশিনী? ভাবলেন পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতা।

সভাপতি হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সময় দেখলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সংক্ষেপে সমাপ্ত করুন আপনার আল্লনা।

- জি, আচ্ছা। মাসুদ মিয়া ডান হাতের আঙুলগুলো আলগা করে বলতে থাকেন, এ পদযুগলও সরে যাচ্ছিল। এ-দেখে পাকি প্রেসিডেন্ট মন্তহাতির শক্তিসংগ্রহ করে আঘাত বসালেন নিজের শরীরে। চাবুকপিষ্ট গাধা যেমন ঘোড়ার মতো দুলাকি দোলে, তেমনি দুলে ওঠে সেরা পাঠানের সারা দেহ। নেইলপালিশ পরা পায়ের আলতো আঘাতে আলগা হয়ে যায় কটিবসন। বেপরোয়া, বেসামাল, হিম্মতবান সদরে পাকিস্তান প্রসারিত হাতে ব্রিটিশ মন্ত্রীর গোপন প্রিয়া, সভ্য সমাজে নিন্দিতা, দেবলোকচ্যুত, দানবপুজ্যা, সুন্দরী, সুন্দরীর কিলারের নাংগা উরু ও প্রশস্তবুক সাদরে ধারণে ব্যস্ত। ঠিক এ-শুভ মুহূর্তের এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ফটো পরের দিন ভোরের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় শোভা বর্ধন করেছিল। সেদিন সব পাকিস্তানির মাথা লজ্জাবনতা হয়েছিল, না গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল তা আপনাদের বিস্মরণের কথা না।

মুচকি হাসতে লাগলেন মাসুদ মিয়া। এ-কথায় তাজিদউল্লাহ চুপ মেরে গেল, চোখের কোণে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বাঁকা করে মাসুদ মিয়াকে আবার দেখে নিল। সে এরকম ঘটনা কোনোদিন জানতে চায়নি; তাই শুনে খুব খারাপ

লাগছে। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে; হিন্দু বিধবার মতো দুঃখী দুঃখী তার মুখ। আরেকটা সিগারেট জ্বালিয়ে বদরুদ্দিন ধোঁয়া ছাড়লেন। একে পর এক ধোঁয়া এসে পড়ছে কাজীর মুখে, দুটো চোখ ছাড়া সবকিছু ঢেকে নিচ্ছে ধোঁয়ায়। তাই উৎসুক চোখের দৃষ্টি ছুড়লেন বদরুদ্দিনের ভাবনাতরঙ্গের দিকে। দেখে নিলেন বদরুদ্দিনের ভেতরের কিছু খবর, পরক্ষণে সভাপতি বললেন, আজকের মতো এ বিষয়ের ইতি এখানেই টানা উচিত। আর তর্কের অবতারণা না-করে আমাদের প্রধান অতিথি আলহাজ্বের তথ্যপূর্ণ বক্তব্যে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

এ অব্যাহত কাহিনী শোনা থেকে রেহাই পেয়ে সফিকুল ইসলামরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নিঃশব্দে হাসলেন। আর যথোপযুক্ত গাভীর সমস্ত বদনে বিস্তৃত করে ব্যক্তব্যের গুরুত্ব বাড়ানোর প্রয়াসে আলহাজ্ব নিজের বয়স বাড়িয়ে দিলেন, অজান্তে; যা নিয়ে তিনি সদা সন্ত্রস্ত, কমিয়ে বলতে ব্যস্ত। সকলের প্রতি একে একে দৃষ্টি বিনিময় হল তার। পরিবেশকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে, অনুকূল বায়ুপ্রবাহ দৃষ্টে, পাল তোলা নায়ের মাঝির মতো মৃদু হাসি উঁকি দিল তার চোখের কোণে; ফলে দৃষ্টির দৃঢ়তা শিথিল হল। স্বাভাবিক স্বরে পূর্বোক্ত কথার রেশ টেনে পেশ করলেন, দুনিয়া ও আখিরাতে পুঁজির জন্যে সোজাসুজি পথ— মসজিদ নির্মাণ। এক টিলে দুটো পাখি বধ করা, উপমাটি মানান সই হল না, তার চেয়ে বরং বলা চলে ‘দুটো নূরের অধিকারী হওয়া’। হযরত ওসমান (রা.)-র মতো নবীদুহিতা দু-জনকে সাদি করার বরকত যেন। পানির গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে মুখের কাছে এনে পাশে বসা সোনা মিয়া হাজির দিকে চেয়ে বললেন, পানিতে ভিজে গলা, আর আল্লাহর কালামে নিভে অন্তর জ্বালা। কি বলেন?

হাজি কৃতার্থ হয়ে অতিশয় জোরে বলে উঠলেন, জি, জি, নিশ্চয়।

ইত্যবসরে দ্বীনের নজরে পড়ল তাজিদউল্লার টেড়া চোখ, হাসি ফুটে উঠল তার চোখের দ্রুত ওপর। তিনি সবার দিকে আর একদফা চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করলেন, ভেবে দেখুন, কি উপকার হবে দু-জাহানে। মসজিদের মাধ্যমে ইসলামিক শিক্ষা, ফলে ছেলেমেয়ে খ্রিস্টানসমাজের লাগামছাড়া বেয়াড়া ঘোড়ার মতো উচ্ছৃঙ্খল জৈব তাড়নায় দৌড়ানো থেকে বিরত থাকবে। একদিকে আপনি এবাদত বন্দেগীর দ্বারা পরকালের পথ পরিষ্কার করবেন, আর অন্যদিকে সম্ভানের কারিগরি শিক্ষালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে উপার্জিত অর্থের বড়ো একটা অংশ কুড়িয়ে ইহকালের আন্তানায় জড়ো করবেন; ফলে সুখের ময়না অস্থায়ী হলেও আটকানো সম্ভব। এর জন্য কোনোকালেই পস্তাবেন না। এ কি কম বড়ো সান্ত্বনা? পরকালের সুচিন্তাই মনের শান্তি বজায় রাখার একমাত্র পন্থা।

- যে পরকাল ও পরের ঘরের গোপন সংবাদ আহরণ করে, সে নিজের মনের শান্তি হরণ করে। হঠাৎ বোমা ফুটলে মানুষ যেমনি হকচকিয়ে যায় তেমনি মাসুদ মিয়ার আচমকা এ কথায় সভাস্থ সকলের অবস্থা তার চেয়ে করুণ হয়ে গেল।

- আপনাকে কি ভূতে পেয়েছে?

গর্জে উঠলেন ভাইস চেয়ারম্যান বদরুদ্দিন। সকলের বাক্যবাণে বেচারী মাসুদ মিয়া মূন্সুয়মান।

কোলাহল থামানোর জন্যে কাজী বললেন, মাগরেবের নামাজের ওকৃত সমুপস্থিত। একটা মাত্র সিংকে একে একে অজু করতে হবে, সময় লাগবে প্রচুর, তাই আপাতত আলোচনা স্থগিত থাক।

বাদ নামাজ, আলোচনা আর তেমন জমে উঠল না। বাইরের মেঘভরা ক্লাস্ত আকাশ উবু হয়ে ঘরে ঢুকে আঁধার করে দিয়েছে সকলের মন-মানসিকতা, উবে গেল উৎসাহ। একে একে বিদায় নিলেন। আগামী সভায় পুনর্মিলনের প্রতিশ্রুতি রেখে গেলেন অনেকেই। শুধু রয়ে গেলেন দ্বীন, সোনা মিয়া ও সৈয়দ সঞ্জব আলী। এক ফাঁকে, কাজীর কানে কানে বদরুদ্দিন বললেন, খানাপিনার ব্যবস্থা আছে, প্রধান অতিথির সম্মানে।

খাবার টেবিলে বদরুদ্দিন আলহাজ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কৈফিয়তের সুরে বললেন, এই যে মাসুদ মিয়ার কথা শুনলেন, এ ধরনের কথার তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য জানা প্রয়োজন তার ব্যক্তিগত জীবনের লীলাখেলা, কিয়দংশ অন্তত; এ কিয়ামতের আলামত।

খুব পরিচ্ছন্ন হাতে সাজানো হয়েছে খাবারের টেবিল। পরিবেশনের বুদ্ধি দেখে চমকৃত হলেন কাজী; তবে বদরুদ্দিনের কথায় তার সব অনুভূতি কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল, ক্লান্ত হয়ে উঠছেন, তবুও মিষ্টি হেসে সতর্ক করতে বললেন, দেখবেন কিন্তু গীবত না হয়ে যায়, গীবতকারীর বিরুদ্ধে কড়া কথা বলেছেন হযরত নবী করীম (সা.)।

বদরুদ্দিন ভারি গলায় জবাব দিলেন, না, চেয়ারম্যানসাব, আমি শুধু কৈফিয়ৎ দিচ্ছি মাসুদ মিয়ার অবাঞ্ছিত বক্তব্যের জন্য, যাতে আলহাজ্জসাব আমরা শুদ্ধ সবাইকে ভুল না বুঝেন। বলতে চাচ্ছি, মাসুদ মিয়া হয়তো স্বীয় দোষ ঢাকার জন্যে অথবা স্থলনের জন্যে পাপের বোঝা সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করছেন; যেন গাধার মতো চোখ বুজে চুপ মেরে বহন করাই সমাজের কাজ।

বদরুদ্দিন আবার খেতে শুরু করলেন। কাজী ভেবে পাচ্ছেন না বদরুদ্দিনের কথার উত্তরে কি দেবেন! এর মধ্যে কিসের যেন একটা অবরোধ এসে বারবার স্তব্ধ করে দিচ্ছে সব উত্তর। আমার আচার খাবারে রুচি বাড়ায়, তেমনি বদরুদ্দিনের ইঙ্গিত আলহাজ্জের অন্তরে এমন ইচ্ছার উদয় হল যে, এর আলোতে অপরের শয়নকক্ষও ঘন অন্ধকারে দেখা যায়; তাই বোধহয় ফর্কে গাঁথা মাংসখণ্ড মুখের কাছে এনে কামড় দিতে গিয়েও থেমে গেলেন, যেন কত জরুরী কথা আছে, প্রশ্ন করলেন, সমাজনির্দিত এমন কি কাজ তিনি করেছেন?

- কি আর বলবো, প্রেম করে তিনি অপরের স্ত্রী বিয়ে করেছেন।

- এ্যা, বলেন কি? নাউজুবিল্লাহ! এ যে নাফরমানী কাজ!

আঁতকে উঠলেন আলহাজ্জ, খুব চাঁচাছোলা কথা বলতে তিনি আরাম পান।

- তাই তো তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেগম নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি গেয়ে বেড়াচ্ছেন। আর আমাদের চিঠিপত্র টাইপ করা, ফাইল করা ইত্যাদি খুঁটিনাটি কাজ করে দিচ্ছেন বিনে পয়সায়। কোন্ স্বার্থে কে জানে! আমরা সাহায্য পাচ্ছি বলে তার জীবনের ওপর আলোকপাত করি না। ঢগঢগ করে আধাগ্লাস পানি গিললে বদরুদ্দিন পুনঃ বললেন, অবশ্য আমাদের অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে চেয়ারম্যানসাবের সঙ্গে আলোচনা করে যে-সিদ্ধান্ত নেবেন তা-ই শুধু কার্যকর করা হবে, তবুও বলে রাখছি মাসুদ মিয়ার কথায় কান দেবেন না, বাইরের লোক নানা ধরন বাজে কথা বলেই।

বদরুদ্দিনের স্ত্রী কচিমুরগ দিয়ে ভালো রোস্ট তৈরি করেছেন, বদরুদ্দিন জানেন, রোস্টের ওপর চোখ পড়তেই বললেন, এক পিচ রোস্ট নিন। আপনি যে খাচ্ছেন না কিছু!

আলহাজ্জ অল্প শব্দে হাসলেন, মুখে কিছু বললেন না, হাত দিয়ে বাধাও দিলেন না, শুধু পানির গ্লাসে চুমুক বসালেন। গ্লাসটা আবার পাশে রাখলেন। আলহাজ্জের প্লেট ভর্তি করে বদরুদ্দিন পূর্বোক্ত কথার জের টেনে বললেন, আসলে আপনার চিন্তাধারা বাস্তবায়িত করতে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো, ইনশাল্লাহ। আমরা সংখ্যায় কম না। এ অঞ্চলে পঁচিশ হাজার মুসলমানের বাস।

বাঁ-হাতের কাঁটা প্লেটে রেখে এবং মুখের ভেতর মাংসের টুকরো কাবু করতে করতে আলহাজ্জ প্রস্তাব করলেন, আপনারা যদি সপ্তাহে চাঁদা তুলেন অতি সামান্য, ধরুন পঁচিশ পেনী মাথাপিছু, পঁচিশ হাজার মানুষের চাঁদা একত্র করেন এক বছর; এতে যে পরিমাণ অর্থ একত্রিত হবে তা দিয়ে বড়ো বাড়ি খরিদ করে মসজিদে রূপায়িত করা কঠিন কাজ না। আর মনে মনে বললেন, এদের সাহায্যে একদিন আমি বিশ্ব মুসলিম সংস্থার আমীর হবো। ভাবনার মধ্যেই চমকে উঠলেন আলহাজ্জ। সটান হয়ে তাড়াতাড়ি বসলেন চেয়ারে। খাবারের প্লেট আরও কাছে টেনে নিতে নিতে ভাতের প্রতি চোখ বোলালেন, গভীর মনোযোগ সহকারে কল্পনাগুলো মনের ভাঁজে বাজতে থাকে, আর ফর্কের ভাঁজে ভাত ঠেসে নিয়ে মুখে ফেলে বারকতক নাড়াচাড়া করে গিলে

নিলেন, কোনো কথা না বলে। আত্মহের সঙ্গে এগিয়ে এলেন বদরুদ্দিন, বললেন, চাঁদা তোলা সহজতর হবে যদি আমরা প্রথমে একটা বাড়ি খরিদ করতে পারি; মানুষের মনে প্রথমে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে কি না! কয়েকবারই মানুষ মসজিদের জন্য চাঁদা দিয়ে, ফল পেয়েছে অশ্বভিষ; তাই আমাদের সর্বপ্রথম প্রস্তুত করতে হবে মানুষের মন, প্রতি মনে গড়তে হবে একটা করে মসজিদ, তারপর মন-মসজিদ একত্র করে এক সুতোয় গাঁথতে সমর্থ হলে জামে-মসজিদের বাস্তবকাজ অর্ধেকের চেয়ে বেশি এগিয়ে যাবে বলে আপনি ধরে নিতে পারেন, নিশ্চিত মনে।

১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের আগে বঙ্গবিদ্যালয়ে কাব্যতীর্থপণ্ডিত যে বাংলাভাষা শিক্ষা দিতেন এর মান বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার চেয়ে উন্নত ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় বদরুদ্দিনের এক এক সময়ের বক্তব্যে।

খাবার শেষ করে আলহাজ্ব বাথরুমে চুপচাপ চলে গেলেন। আলখাল্লা পরিহিত সোনা মিয়া রসগোল্লা গিলে, ললনার প্রতি লালায়িত হয়ে বোধহয় ফরমালেন, তার বউয়ের বাড়ি কোথায়?

এ অনাবশ্যক প্রশ্নে কাজীর কপাল কুণ্ঠিত হয়ে গেল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংবরণ করে নিলেন, বড়ো সাবের বড়ো চেলার চপলতায় চপেটাঘাত করা যায় না ভেবে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সৈয়দ সঞ্জব আলী বললেন, ঢাকাইয়া কুটি হবে আর কি!

কাজীর মনে হল বড় অদ্ভুত এ কুটি শব্দটা! ক্ষোভ, বেদনা, ক্রোধ কি এতে জড়িয়ে আছে না! কেমন শব্দের অনুকরণ! বিপন্ন! একটা রুদ্রঘণিত ক্ষুব্ধ শব্দ! কাজী উঁকি দিয়ে দেখলেন আলহাজ্ব পানি দিয়ে কুল্লি করছেন, ভাবলেন, কুল্লি করতে আলহাজ্ব গেছেন ঘরের বাইরে তাই রক্ষা। সোনা মিয়া মন্তব্য করলেন, পর্দা-পুসিদার অভাবে মেয়েরা যায় গোল্লায়।

বিনয়াবনত সমর্থন জানালেন সৈয়দ, ঠিকই বলেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকেই আমাদের এ-বেদখাছলত শুরু হয়েছে।

পান খান না কাজী, বদরুদ্দিন পানের ডগায় চুন ছোঁয়ালেন, কাটা সুপারী পানের মাঝখানে রেখে পানকে ভাঁজ করে খিলি বানিয়ে পানের খিলি মুখে দিতে দিতে বললেন, বিড়ালেরও বদনাম হলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে, কোলা বাধতে হয় পিঠে।

সোনা মিয়া হাজি পান চিবুতে শুরু করেছেন, তাই মুখে পানের রঙ আর জর্দার ছোঁয়া। পানের একটা অদ্ভুত উৎসব লেগে আছে যেন তার মুখে। পান চিবুতে চিবুতে পাকিস্তানি মেয়েদের পর্দানশিনতা সম্বন্ধে কাল্পনিক কাহিনী কাঁহাতক কথা যায় তার কসরতে ব্যস্ত হলেন। আলহাজ্ব ফিরে এসে ঘরে ঢুকে কাজীর চোখ বন্ধ করা ধ্যানস্থ ভঙ্গিমা দেখে আশ্চর্য হলেন, তাই জানতে চাইলেন পাঞ্জাবি মহিলাদের প্রশংসার পরিপ্রেক্ষিতে কাজর অভিজ্ঞতার মিল আছে কি না। তিনি ইতস্তত, শেষ পর্যন্ত শ্রোতাদের চাপের ও সত্যগোপন সমীচীন নয় মনে করে শুরু করলেন, বললেন, গাঁও গেরামের পাঞ্জাবি বধু সাত-সকালে দূর মাঠের পথে চলে জমি চষা কাজে স্বামীকে সাহায্য করার জন্যে। পরনে সেলাই ছাড়া লুঙ্গি। গায়ে বাঙালি পুরুষের পরিহিতা পাঞ্জাবি। মাথায় বোঝা। ঘর্মাক্ত কলেবর, এমতাবস্থায় বোরকা নিয়ে আশনাই করে না বলে দোষারূপ করলে তা যে ন্যায় সঙ্গত হবে। এক্ষেত্রে এর প্রয়োজনও নেই। এ কথা না বোঝার ভান করার মধ্যে ধার্মিকতার কোনো লক্ষণ নিহিত না নিশ্চয়।

বদরুদ্দিনের মনে দেখা দিল সংশয়, যদি বা সব পণ্ড হয়ে যায়, তাই প্রলেপ দিবার চেষ্টা করলেন, তাহলে অন্যায় কিছু করছে না তারা।

- অবশ্যই না, কাজী বলে চললেন, তাদের কৃষ্টি অনুযায়ী বিচার করতে হবে, তাদের কাজ, আমাদের চোখে বিষদৃশ্য হলেও সারি বেধে চাঁদনী রাতে সরষে খেতে খোশগল্লের মাধ্যমে প্রকৃতির আহ্বানে স্বাভাবিকক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে যে-মেয়ের দল তাদের লাজুক বলে অপবাদ দেওয়া উচিত না। আবার বীরঙ্গনা বলেও প্রশংসা করা যায় না। শুধু সহ্যে নিতে হয় ভিন্ন সমাজের বলে। যেমন আমরা শনিবার সন্ধ্যায় অতিক্রম করি

লন্ডন শহরের গলিপথ উপেক্ষা করে জোড়া জোড়া কামাতুর যুবক যুবতীর মদমত্ত অভিব্যক্তি। তারপর সোনা মিয়া গয়রহকে নারাজ না করার জন্যে যোগ করলেন, অবশ্য হাজিসাব যা বলছেন তা ঘটছে আশরাফ পরিবারে, শহরে কালচারে।

বদরগদ্দিন তাড়াতাড়ি বললেন, তাহলে আপনারা উভয়ের বক্তব্যই সত্য। যাক! আমার সৌভাগ্য যে আপনার গরীবের ঘরে সামান্য নাস্তা করলেন। আলহাজ্জসাবকে আমাদের মাঝে পাওয়া আমার খোশ নসিব, আর তজ্জন্য হাজি সোনা মিয়াকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

উত্তরে অতিথিবৃন্দ বিদায় সম্ভাষণ জানানো ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই, তবে তাদের অন্তর শীতের সকালের কুয়াশায় আবৃত হয়েই রইল।

(চলবে...)